পত্র লিখন

ইউনিট ৬

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- পত্র কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পত্ররচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

মূলপাঠ

☞	মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে চায়। এ ভাব বিনিময়ের কাজটি চলে কথার মাধ্যমে। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, সে যদি থাকে দূরে তবে তাকে চিঠি পত্র লিখতে হয়। কথা ও লেখা দুটো কাজই ভাষার। তবে প্রথমটি হচ্ছে ভাষার স্বাভাবিক রূপ দ্বিতীয়টি হচ্ছে লিখিত রূপ। একালে কেজো কথার চিঠিই বেশি। তবে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে যেখানে ব্যক্তিগত অনুভব উপলব্ধির সুযোগ বেশি তা চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে যায়।

পৃথিবীতে কবে থেকে চিঠিপত্র লেখা শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রয়োজনের তাগিদেই যে চিঠিপত্রের রচনা শুরু, তা অনুমান করা যায়। তবে ইতিহাসের নানা ঘটনায় চিঠিপত্রের উল্লেখ এবং প্রাচীনকালে কাব্য ও নাটকে চিঠিপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যায় চিঠিপত্র রচনার সূত্রপাত বেশ প্রাচীন কালেই।

চিঠিপত্র প্রেরণের যে ডাক ব্যবস্থা তা অবশ্য নিতান্তই আধুনিক কালের। অতীতকালে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সৈনিক, গোষ্ঠী নেতা বা সর্দার এদের মারফতে সরকারী ফরমান ইত্যাদি পাঠানো হত। প্রাচীন কাব্যে কপোত, হংস ইত্যাদির পায়ে বেঁধে পত্র পাঠানোর রীতির কথার উল্লেখ আছে। ডাকঘরের মাধ্যমে বর্তমানে চিঠিপত্র প্রেরণের যে বিশাল Net work পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত তা নিতান্তই আধুনিক কালের উদ্ভাবন।

সাধারণভাবে চিঠিপত্রকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters)
২. সামাজিক পত্র (Social letters)
৩. ব্যবহারিক পত্র (Official letters)
৪. ব্যবসায়িক পত্র (Commercial/Business letter)

বিভিন্ন প্রকার পত্রের কাঠামোগত পার্থক্য আছে। ভাষাগত পার্থক্যও লক্ষ্য করবার মত। ব্যক্তিগত পত্রে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশে নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অন্য তিন প্রকারের পত্রে ভাষাভঙ্গি প্রায় নির্দিষ্ট। তবে সব ধরনের চিঠিপত্রেই ভাষার সহজবোধ্যতা ও ারষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters) ঃ ব্যক্তিগত বা নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে যে পত্র রচনা করা হয় তাই ব্যক্তিগত পত্র। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে লেখা চিঠিপত্র ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। এ শ্রেণীর চিঠিপত্রে কখনও অনুভূতি উপলব্ধি, কখনও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনের কথা থাকে।

ব্যক্তিগত পত্র

ব্যক্তিগত বা নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে লেখা পত্র। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে লেখা চিঠিপত্র।

২. সামাজিক পত্র (Social letters) ঃ সামাজিক প্রয়োজনে যে চিঠিপত্র লেখা হয় তাই সামাজিক পত্র। সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি এ পর্যায়ের চিঠিপত্র।

সামাজিক পত্র

সমাজের প্রয়োজনে লেখা সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি।

৩. ব্যবহারিক পত্র (Official letters) ঃ অফিসের নানাবিধ কাজকর্মে আমাদের চিঠিপত্র লিখতে হয়। অফিসের কর্তাব্যক্তিদের নিকট নানা রকমের আবেদন-নিবেদন করে চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া চাকুরি, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রেও আমরা চিঠি লিখি। সংবাদপত্রে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোন বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও সংবাদপত্রে আমরা চিঠি লিখি। এ ধরনের পত্রকেই বলে ব্যবহারিক পত্র।

ব্যবহারিক পত্র

ব্যবহারিক ও বৈষয়িক প্রয়োজনে লিখিত অফিসের বিভিন্ন প্রয়োজন, আবেদন নিবেদন, সংবাদপত্রে লিখিত চিঠি এ পর্যায়ে পড়ে।

৪. ব্যবসায়িক পত্র (Business letters) ঃ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র লেখা প্রয়োজন হয়। যেমন বিভিন্ন ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ, মালপত্রের সরবরাহের অর্ডার, লেন-দেন, চুক্তি ইত্যাদি ব্যবসা সংক্রান্ত সকল পত্র ব্যবসায়িক পত্র হিসাবে গণ্য।

ব্যবসায়িক পত্র

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে লিখিত ক্রেতা বিক্রেতা সংক্রান্ত চিঠি, লেন-দেন, কোন দ্রব্যের অর্ডার প্রদান ইত্যাদি ব্যবসায়িক পত্র।

পাঠ ২

চিঠিপত্রের নিজস্ব আঙ্গিক বা কাঠামো আছে। এ আঙ্গিক বা কাঠামোকে অনুসরণ করলে তবেই চিঠি বা পত্র পূর্ণতা পায়। চিঠিপত্র একটি রেকর্ড বিশেষ। তাই প্রাপক ও প্রেরকের যোগসূত্র, তারিখ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কতিপয় শর্তপূরণ করতে হয়। প্রচলিত কাঠামোতে ৫টি অংশ থাকে। সেগুলো হচ্ছে–

১. নাম ও ঠিকানা
২. সম্ভাষণ
৩. মূলপত্র
৪. বিদায় সম্ভাষণ
৫. স্বাক্ষর

১. নাম ও ঠিকানা ঃ পত্রের ডান দিকে পত্রলেখকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। প্রথমেই লেখকের ঠিকানা থাকবে এবং তার নিচেই থাকবে তারিখ। নিচে লেখকের ঠিকানাটি লক্ষ্য করুন–

পূর্বরাগ
১২৬/১ আজিমপুর
ঢাকা-১২০৫
১লা অক্টোবর ১৯৯৮

অন্য একটি উদাহরণ

গ্রাম রতনপুর
ডাক - শাহজাদপুর
জেলা - সিরাজগঞ্জ
১২ই জুন, ১৯৯৮

২. সম্ভাষণ ঃ যাকে উদ্দেশ্য করে পত্রটি লেখা হচ্ছে, প্রথমেই তাকে সম্ভাষণ জানাতে হয়। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও পত্র লেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিরিখে সম্ভাষণের ভাষা নির্ধারিত হয়। যেমন বয়সে বড় অথবা গুরুজনস্থানীয়কে যে ভাষায় সম্ভাষণ জানান হয়, বয়সে ছোট অথবা সমবয়স্ক অথবা বন্ধু বান্ধবকে অন্যভাষায় সম্ভাষণ জানাতে হয়। যেমন পিতা-মাতার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় আব্বা অথবা শ্রদ্ধেয় আম্মা, শ্রদ্ধাভাজনেষু, পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবা অথবা পরম শ্রদ্ধাভাজন মা ইত্যাদি লেখা হয়। ছোটদের স্নেহাস্পদ, স্নেহভাজনেষু, বন্ধুকে পরম প্রিয় বন্ধু, বন্ধু বরেষু, প্রিয়, প্রিয়ভাজনেষু, প্রিয়বরেষু ইত্যাদি লেখা যায়।

মনে রাখতে হবে ভাষা পরিবর্তনশীল। চিঠিপত্রের ভাষাও বদলে যাচ্ছে। আগের দিনের মত সংস্কৃত অথবা আরবি শব্দবহুল বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় না। অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য ত্যাগ করতে পারলে ভাষা হয় সাবলীল ও গতিশীল।

সম্ভাষণ লিখতে হয় চিঠির বাম কোণে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

সম্ভাষণ
শ্রদ্ধাভাজনেষু
পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা
প্রিয় মহসিন
প্রিয় বান্ধবী

৩. মূলপত্র ঃ এটিই আসলে মূল অংশ। পত্র লেখক তাঁর বক্তব্য এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে থাকেন। পত্র লেখক কেন এ পত্র লিখছেন তা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। একটি পত্রে যদি একাধিক বক্তব্য থাকে তবে সেগুলিকে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লেখাই ভাল। ভাষা একদিকে হতে হয় সহজবোধ্য ও অন্য দিকে প্রাঞ্জল ও ারষ্ট। এলোমেলো কথা, অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট প্রসঙ্গের আর্বিভাব মূল বক্তব্যকে হারিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই আগেই পরিকল্পনা করে, সেভাবে পত্র রচনা করা উচিত।

৪. বিদায় সম্ভাষণ ঃ মূল চিঠি শেষ হয়ে গেলে ডান দিকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানাতে হয়। সেই সঙ্গে নিচে নাম স্বাক্ষর করতে হয়। বিদায়ী সম্ভাষণ পত্রটি যাকে লেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে পত্র লেখকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন

১. **বয়স্ক ও গুরুজনস্থানীয়দের ক্ষেত্রে** – ইতি, আপনার স্নেহভাজন, ইতি, আপনার স্নেহ ধন্য ইত্যাদি।

২. **বয়ঃ কনিষ্ঠ ও স্নেহভাজনদের ক্ষেত্রে** – ইতি, নিত্য শুভার্থী, ইতি, তোমার মঙ্গলপ্রার্থী, শুভাকাঙ্খী ইত্যাদি।

৩. **সম্পর্কহীন ও অপরিচিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে** - ইতি, বিনীত, ইতি, সালামান্তে ইত্যাদি।

৪. **বন্ধুদের ক্ষেত্রে** – ইতি, প্রিয় বান্ধব, ইতি প্রীতিমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি।

স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর চিঠি সর্বশেষ অংশ। বিদায়ী সম্ভাষণের পরে পত্রলেখককে স্বাক্ষর করতে হয়। পত্র লেখক তাঁর পূর্ণ নাম এখানে লিখতে পারেন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যে প্রচলিত মুদ্রাকৃতি নামও ব্যবহার করা যায়। পত্র লেখকের সঙ্গে পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যাপারটিও এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হয়।

পত্রটি যেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় এজন্য পত্র লেখককে আরও কিছু লিখতে হয়। তবে এটি পত্রের বাইরের রচনা। খাম বা এনভেলাপে ডান দিকে প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ও বামে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। প্রাপকের ঠিকানায় পোষ্ট কোড নম্বরটি লেখা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে চিঠির কাঠামোটি লক্ষ্য করুন।

১. ঠিকানা
তারিখ

২. সম্ভাষণ

৩. মূলপত্র

৪. বিদায়ী সম্ভাষণ
৫. স্বাক্ষর

স্ট্যাম্প?

প্রেরক
নাম
ঠিকানা

প্রাপক
নাম
ঠিকানা

১. ছোটভাইকে লেখাপড়ায় উপদেশ জানিয়ে দিয়ে একটি পত্র লিখুন।

ঢাকা
আজিমপুর
১২ নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রিয় কাজল,

অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তুমি সুস্থ আছ ও ভালভাবে লেখাপড়া করছো। তোমার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা প্রায় এসেই গেছে। নিশ্চয়ই খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রদের জন্য লেখাপড়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ। সারাটি বছর যদি ভালভাবে লেখাপড়া না করে থাক তবে এখন শত মাথা কুটে মরলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এজন্য পরীক্ষার আগে শুধু নয়, সারাটি বছরই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা প্রয়োজন। অবশ্য আমি আশা করি তুমি তা করেছো।

এবারে তুমি নবম শ্রেণীতে উঠবে। নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা মিলেই কিন্তু এস এস সি পরীক্ষা হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো নবম শ্রেণীতে উঠেই তোমাকে এস এস সি ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছি। প্রথম থেকে সাবধান হলে কোন অসুবিধা হবে না। আর প্রতিটি বিষয়ে নির্ধারিত বইছাড়াও অন্য দু/একটি ভাল বইও দেখতে হবে। যাতে বিষয়ের ধারণা তোমার স্বচ্ছ হবে এবং প্রশ্নের উত্তর হবে সমৃদ্ধ।

মাঝে মাঝে তোমার লেখাপড়ার অগ্রগতি জানিয়ে চিঠি লিখো। আব্বা আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো।

ইতি

তোমার ভাই
আরিফ

স্ট্যাম্প

প্রেরক	প্রাপক
আরিফ	কাজল
১৮, স্টাফ কোয়াটার্স	প্রযত্নে- শরিফুর রহমান
আজিমপুর, ঢাকা	সাধুপাড়া, পাবনা।

২. পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লিখুন।

কলেজ রোড
জয়পুরহাট
১লা জুলাই ১৯৯৬

প্রিয় জসিম,

অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। সেই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য তোমাকে জানাচ্ছি অসংখ্য অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

তোমার ভাল ফলাফল কোনদিনই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে তুমি যে অন্যান্য বন্ধুদের ছাড়িয়ে একেবারে মেধা তালিকার স্থান পাবে তা ভাবিনি। রাজশাহী বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ৩নং স্থান অধিকার করে তুমি শুধু তোমার মুখই উজ্জ্বল করনি, আমাদের কলেজকে গৌরবান্বিত করেছো। আমাদের স্যার মহোদয়গণ তোমার ফলাফলে অত্যন্ত খুশি। আমরা যারা তোমার বন্ধু তারাও গর্ব অনুভব করছি। তোমাকে আরও একবার অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। তখন তোমার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া ও কর্ম পরিকল্পনা জেনে নিব।

ইতি

তোমার সুহৃদ
আফরোজ

	ডাক টিকেট
প্রেরক আফরোজ কলেজ রোড জয়পুরহাট	প্রাপক জসিম সরকার প্রযত্নে- কলোল ট্রেডার্স রংপুর।

৩. পিতার কাছে টাকা চেয়ে একটি পত্র লিখুন।

রাজশাহী কলেজ হোস্টেল
ব্লক-এ
রুম নং - ৭
রাজশাহী
২০শে এপ্রিল ১৯৯৮

শ্রদ্ধেয় আব্বা,

আমার সালাম জানবেন ও মাকে জানাবেন। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমিও এখানে ভাল।

আগামী জুন মাসের শেষ দিকে আমাদের পরীক্ষা হবে। এ জন্য লেখাপড়ায় আমার ব্যস্ততা ভীষণ বেড়ে গেছে। তাই নিয়মিত চিঠি লিখতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি কিছু মনে করবেন না। পরীক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে দুটি নতুন বই কেনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বই দুটোর দাম পড়বে ছয় শত টাকা। বই দুটোর জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আমার চিঠি পেয়েই যদি ছয়শত টাকা কারও হাতে অথবা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন তবে খুব ভাল হয়। পরীক্ষার পরে মনে হয় কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছে যেতে পারবো। আমার জন্য দোয়া করবেন।

কল্লোল ও তনুকে আমার স্নেহ জানাবেন।

ইতি

আপনার স্নেহভাজন
শফিক রেজা

ডাক টিকেট

প্রেরক	প্রাপক
শফিক রেজা	জনাব মোঃ আহমেদুল কবির
রাজশাহী কলেজ হোস্টেল	গ্রাম- চৌবাড়ি
বক- এ, রুম নং ৭	ডাকঘর- চৌবাড়ি
রাজশাহী	জেলা- খুলনা।

৪. হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মায়ের কাছে একটি পত্র রচনা করুন।

ছাত্রী নিবাস
কুমিল্লা সরকারী কলেজ
২০/৩/৯৫

শ্রদ্ধেয় মা,

আমার অনেক সালাম জানবেন ও আব্বাকে জানাবেন। প্রায় এক মাস হলো মেয়েদের ছাত্রী নিবাসে আমি এসে উঠেছি। এস এস সি পর্যন্ত তোমাদের কাছে থেকেই পড়েছি তাই একা থাকার অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে এখানেও আমি একা নাই। আমরা দেড় শত ছাত্রী একই হোস্টেলে থাকি। এখানকার জীবনটা বাড়ির জীবনের মত নয়- একটু অন্যরকম। তবে সেটাও মন্দ নয়।

এখানে আমার জীবনটা কেমন ছকে বাঁধা- তোমাকে একটু বলি। আমাদের কলেজে সকাল আটটা থেকেই ক্লাশ শুরু হয়ে যায়। তাই ছ'টার মধ্যে বিছানা ছেড়ে না উঠলে ক্লাশে ঠিক সময়মত উপস্থিত হওয়া কঠিন হয়ে যায়। হোস্টেল থেকে ক্লাশ কক্ষগুলো খুব কাছে। যেতে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগে। দুপুর একটায় টিফিন হয়। আমরা হোস্টেলে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। আড়াইটায় শুরু হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ- চারটা পর্যন্ত চলে। মাঝে মাঝে কলেজে বিতর্ক সভা হয়। সেদিন আর এ নিয়ম থাকে না।

যেদিন হোস্টেলে এসে প্রথম উঠলাম কেউ চেনা ছিল না। আর আজ সবাই চেনা। মনে হয় একটা বিরাট পরিবারের যেন সদস্য আমরা সবাই। আমরা ভালই আছি। একটু আধটু ঝগড়া ঝাঁটি মন কষাকষি যে না হয়, তা নয়। কিন্তু অন্যের প্রতি মমত্ববোধও কত বেশি তা বুঝতে পারি কোন কোন ঘটনা থেকে। কদিন আগে একটি মেয়ের বেশ জ্বর হয়েছিল। কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। কয়েকদিন ধরে আমাদের বড় আপারা দিন রাত জেগে কিভাবে যে তার সেবা শুশ্রুষা করলেন তার তুলনা হয় না। মেয়েটি এখন সেরে উঠেছে।

আমাদের হোস্টেলে সুপার আপাটিও বেশ। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে যান। সব কিছু মিলিয়ে হোস্টেল জীবন ভালই কাটছে। তুমি বিন্দুমাত্র দুঃশ্চিন্তা করো না। আমি ভালভাবে লেখাপড়া করে যাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া কর।

সুমি, অমিকে আমার স্নেহাশীষ দিও।

ইতি
ফারজানা

ডাকটিকেট

প্রেরক	প্রাপক
ফারজানা	মা
ছাত্রীনিবাস	প্রযত্নে- ইসমাইল হোসেন
কুমিলা- সরকারী কলেজ	দাউদকান্দি
কুমিলা-।	কুমিলা-।

৫. আপনার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

কর্ণফুলি হাউজ
চট্টগ্রাম
১৭/০৬/৯৮

প্রিয় রফিক,

অনেক শুভেচ্ছা নিও। গতকাল তোমার চিঠিটা পেয়েছি।

চিঠিতে তুমি একটি গুরুতর প্রশ্ন করেছো– আমার জীবনের লক্ষ্য কি? হ্যা প্রশ্নটি অত্যন্ত সঙ্গত। কিছুদিন পরেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট হয়ে যাবে আর আমাদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে ভবিষ্যত উচ্চ শিক্ষার জন্য। তুমি জান, এস এস সি তে আমার রেজাল্ট বেশ ভাল হয়েছিল। এবারও অনুরূপ রেজাল্ট হবে বলে আশা রাখি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জীববিজ্ঞানকে আমি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রেখেছিলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। বন্ধু, আমি আসলে এমবি.বি.এস পড়তে চাই, ডাক্তার হতে চাই। এর কারণ দুটি। প্রথমত, ডাক্তার হতে পারলে চাকুরির জন্য কারো উমেদার হতে হবে না। নিজে নিজের পথ তৈরি করে নেওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত এই একটি পেশা যা দিয়ে মানুষের সেবা করা যায়। একটি স্মৃতির কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুব ছোট বেলায়, যখন আমি ক্লাশ থ্রির ছাত্র তখন এক মফস্বল শহরে আমরা ছিলাম। আমার ক্লাশের এক বন্ধু সে সময় বেশ কিছুদিন রোগ ভোগ করে মারা যায়। সেদিন যে কি দুঃখ লেগেছিল আমাদের সবার। পরে জেনেছিলাম ছেলেটির বাবা ছিল খুব দরিদ্র ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। সেই দুঃখস্মৃতি আজও আমার মানস পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রিয় বন্ধু, আমি উচ্চভিলাষী নই। তবে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

তোমার আব্বা, আম্মাকে আমার সালাম দিও। তোমার ছোট ভাইবোনদের স্নেহ জানিও। তোমার কুশল প্রাপ্তির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
আজাদ রহমান

ডাক টিকেট

প্রেরক	প্রাপক
আজাদ রহমান	আহমেদ রফিক
কর্ণফুলি হাউজ	গ্রাম ও ডাক - শ্রীফলতলা
চট্টগ্রাম।	জেলা- মানিজগঞ্জ।

ব্যবহারিক

নৈমিত্তিক ছুটির আবেদনপত্র।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
শাহজাদপুর গার্লস হাই স্কুল
শাহজাদপুর।

বিষয় ঃ ২ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি আগামী ৬ ও ৭ই মার্চ ব্যক্তিগত কারণে স্কুলে উপস্থিত থাকতে পারবো না। উক্ত দুই দিন আমাকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।

পরিশেষে প্রার্থনা, আমাকে ঐ দুই দিন ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত

শাহজাদপুর
১৮ এপ্রিল ১৯৯৮

নাহার বানু
সহকারী শিক্ষিকা
শাহজাদপুর গার্লস হাইস্কুল।

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

বরাবর
জেনারেল ম্যানেজার
সিটি বীমা কর্পোরেশন
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় ঃ হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে গত ১৮ই জুলাই 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানতে পারলাম যে আপনার প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাব রক্ষক প্রয়োজন। এ পদের একজন প্রার্থী হিসাবে আমি আবেদনপত্রটি পাঠাচ্ছি। আমি উল্লেখিত পদের জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী। আমার শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ আমার পূর্ণ জীবন তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. পূর্ণ নাম ঃ নজরুল ইসলাম
২. পিতার নাম ঃ নুরুল ইসলাম
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাক - নিমতলী, জেলা- নরসিংদী
৪. বয়স ঃ ২২ বছর (জন্ম তারিখ ১লা জানুয়ারি ১৯৭৪)
৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

এস এস সি	ঢাকা বোর্ড	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯২
এইচ এস সি	ঢাকা বোর্ড	তৃতীয় বিভাগ	১৯৯৪
বি.কম	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯৬

৬. অভিজ্ঞতা ঃ শহীদ সিদ্দিকী বিদ্যালয় ফরিদাবাদ, ঢাকায় ১ বছর যাবত সহকারী হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত আছি।

উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে নিয়োগ প্রদান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

নরসিংদী
২৩শে জুন, ১৯৯৮

নজরুল ইসলাম

সংযুক্তি
১. সনদপত্র ৩টি
২. প্রশংসাপত্র ২টি
৩. নাগরিকত্ব প্রমানপত্র- ১টি

একজন সহকারী শিক্ষকের পদে আবেদন।

বরাবর
সভাপতি
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি
মালতিডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীপুর।

বিষয় ঃ সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে গত ১৮ই জুলাই,৯৮ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পেরেছি যে আপনার স্কুলে ২ জন সহকারী শিক্ষক প্রয়োজন। আমি উক্ত একটি পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমার জীবনতথ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. পূর্ণ নাম ঃ শাহনাজ পারভীন
২. পিতার নাম ঃ ইশতিয়াক জাফর
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম- ও ডাক- গোপালপুর, জেলা- টাঙ্গাইল।
৪. জন্ম তারিখ ঃ ২ রা মার্চ ১৯৭৪
৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষা	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/শ্রেণী	বছর
এস এস সি	রাজশাহী বোর্ড	প্রথম বিভাগ	১৯৯০
এইচ এস সি	রাজশাহী বোর্ড	প্রথম বিভাগ	১৯৯২
বি.এ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯৪
বিএড	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	প্রথম শ্রেণী	১৯৯৬

৬. অভিজ্ঞতা ঃ আমি একটি বেসরকারী প্রাইমারি স্কুলে ১ বছর যাবত শিক্ষকতা করছি।

উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে আপনার বিদ্যায়তনে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ করলে বিশেষ বাধিত হব।

নিবেদক

গোপালপুর
২৭শে জুলাই ১৯৯৮

শাহনাজ পারভীন

ডাকঘর স্থাপনের জন্য পত্রিকায় চিঠি

সম্পাদক
দৈনিক জাগরণ
ঢাকা।

জনাব,
এ পত্রের সঙ্গে প্রেরিত পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পাঠকদের কলামে প্রকাশ করলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হব।

বিনীত

১০ জনু, ১৯৯৮

আব্দুল্লাহ ফারুক
ফুলতলি
খুলনা

সম্পাদক
দৈনিক জাগরণ
ঢাকা।

জনাব,
আমাদের ফুলতলি গ্রাম খুলনা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। এখানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও একটি হাইস্কুল আছে। এখানে সপ্তাহে দুই দিন বড় হাট বসে ও প্রতিদিন দৈনিক বাজার বসে। এখানের বহুলোক দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে চাকুরি করেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত চিঠিপত্র লেখেন ও টাকা পয়সা পাঠান। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কাছের ডাকঘরটি এখান থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ফলে ডাক যোগাযোগের কোন সুবিধাই আমরা পাইনা। এজন্য আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের আবেদন জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে বলে আমরা আশা করি।

ফুলতলি
১০ জুন ১৯৯৮

ফুলতলি গ্রামবাসীর পক্ষে
আব্দুল্লাহ ফারুক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে আবেদন।

বরাবর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা।

বিষয় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব,
বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, ১৯শে মে তারিখের 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পেরেছি যে আপনার অধিদপ্তর থেকে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পূরণ করা হবে। আমি উক্ত একটি পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমার জীবনবৃত্তান্ত আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

১. পূর্ণ নাম ঃ মনজুর কাদের
২. পিতার নাম ঃ রওশন আলী
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাক- মহারাজপুর, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪. জন্ম তারিখ ঃ ১লা মার্চ ১৯৭৬
৫. শিক্ষগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষার নাম	বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	সাল
এস এস সি	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯২
এইচ এস সি	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯৪
সি.এড	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯৫

৬. অভিজ্ঞতা ঃ বর্তমানে একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত।

উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

(মনজুর কাদের)

মহারাজপুর
২৩শে মে ১৯৯৮

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ

বরাবর
সম্পাদক
নবকণ্ঠ
সোনার গাঁ রোড, ঢাকা।

মহোদয়,
আপনার পত্রিকায় ১২.১২.৯৭ তারিখে প্রকাশিত 'চেয়ারম্যানের কীর্তি' শিরোনামে একটি বানোয়াট সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। আমি এ সংবাদটির প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠালাম। এটি অনতিবিলম্বে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

নিবেদক,

তারিক আজিজ
বেগমগঞ্জ
নোয়াখালী

মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

১২.১২.৯৭ তারিখে দৈনিক মুক্তকণ্ঠে "চেয়ারম্যানের কীর্তি" শিরোনামে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত খবরটি অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে অর্থ আত্মাতের কোন ঘটনায় চেয়ারম্যান জড়িত নয়। যে প্রকল্পের কথা সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে তা যথাসময়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে একটি উপদেষ্টা কমিটি। সুতরাং চেয়ারম্যানকে জড়িত করে মিথ্যা রটনা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা ারষ্ট তা ারষ্ট বুঝা যায়। আসলে এলাকায় চেয়ারম্যান হিসাবে আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এ হেন বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনে করেছেন। আশা করি মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদদাতা ও সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

তারিক আজিজ
চেয়ারম্যান
বেগমগঞ্জ ইউনিয়ন
নোয়াখালি।

চিকিৎসক দল পাঠানোর জন্য খবরের কাগজে একটি পত্র

সম্পাদক
দৈনিক বাংলাদেশ
ঢাকা।

জনাব,
সঙ্গের আবেদনটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পাঠকের কলামে প্রকাশ করার জন্য বিনীতি আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদসহ

মোবারক আলী
মনিরামপুর
পাবনা।

চিকিৎসক দল প্রেরণ করুন

মনিরামপুর চলন বিল সংলগ্ন একটি গ্রাম। এবারের বন্যায় খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখন বন্যার পানি নেমে গেছে বটে, তবে ধ্বংসলীলার চিহ্ন রেখেছে ব্যাপকভাবে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা এর মত বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই এলাকায় ব্যাপক ডাইরিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগের প্রকোপ শুরু হয়েছে। প্রতি বাড়িতে এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগ মহামারী রূপ নেওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এজন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও অচিরে এলাকাটিকে উপদ্রুপ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকদল ও ওষুধপত্র প্রেরণের বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্বস্ত,

২০.০৯.৯৮

মোবারক আলী
মনিরামপুর, পাবনা।

১. কলেজে নতুন অধ্যক্ষের যোগদান উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র।

রাজশাহী সরকারী কলেজে
নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ড. আবুল হোসেনের শুভাগমন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন

হে শিক্ষাবিদ,

অজস্র আলোর ঝর্ণাধারার মত তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি আজ আমাদের আলোকিত করেছে। শিক্ষাব্রতীর চলার যোজন পথ অতিক্রম করে তুমি এসেছো আমাদের মাঝে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যমন্ডিত বিদ্যাপীঠ রাজশাহী কলেজে। তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করো।

হে শিক্ষাগুরু,

দীর্ঘদিন আমাদের কলেজে কোন অধ্যক্ষ ছিল না। তুমি এসেছো সেই স্থান পূর্ণ করতে। সেনাপতির অভাবে যেমন সেনা বাহিনী দিকভ্রান্ত হয়, তেমিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সঠিক নেতৃত্ব না পেলে সমগ্র কর্মকান্ড হয়ে পড়ে নির্জীব প্রাণহীন ও শৃঙ্খহীন। আশা করি তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবে কর্মচাঞ্চল্য, স্পৃহা, আনন্দ ও জীবনের উচ্ছলতা। তোমার কুশলী হাতের ছোঁয়ায় আবার জেগে উঠুক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, বিতর্ক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সর্বক্ষেত্রে আমরা তোমার নেতৃত্বে আবার বিপুলভাবে এগিয়ে যেতে চাই।

পরম সুহৃদ,

তারুণ্যের প্রগলভায় আমরা অনেক কিছুই বলে ফেলেছি। যা বলা উচিত নয়। আনন্দে উদ্ভাসিত আমরা আজ কিছুটা বাঁধনহারা হয়তোবা হয়ে পড়েছি। আমাদের প্রগলভতা তুমি ক্ষমা করে দিও। তোমার স্নেহস্পর্শে আমরা সঞ্জীবিত হতে চাই। তোমার নেতৃত্ব আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক নব চেতনা সামনে চলার অফুরন্ত প্রেরণা।

গুণমুগ্ধ

রাজশাহী
২.২.৯৫

রাজশাহী সরকারী কলেজের
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

২. কলেজে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি মানপত্র

এন এস কলেজ, নাটোরের একাদশ শ্রেণীর নবাগত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে অভিনন্দনবাণী

হে নবীন শিক্ষার্থীবন্ধুরা,

আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে তোমাদের আগমনকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। জীবনের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বারে তোমারা উপনীত হয়েছ। সুদীর্ঘ দশটি বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে তোমরা উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে আজ এসে পৌঁছেছো। তোমাদের আজ তাই অভিনন্দন জানাচ্ছি। সতীর্থের উষ্ণতায় হৃদয়পটে আজ বরণ করে নিচ্ছি।

হে নবীন সাধক,

তোমার সার্থকতা হবে একদিন এ বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্য। তাই প্রথম দিনেই তোমার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাই। কলেজ জীবন অবশ্যই আনন্দের ও উচ্ছাসের। তবে সেই দায়িত্বেরও। এ দায়িত্ব তোমার নিজের দায়িত্ব। তোমার নিজের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না- মানুষ হবার স্বপ্নকে তোমার বাস্তবায়িত করতে হবে।

হে চির তরুণ,

তারুণ্যের দীপ্তিতে তোমরা উজ্জ্বল। তোমাদের এ তারুণ্যের শক্তি তোমাদের শিক্ষা ও উন্নত হবার প্রেরণা অনির্বাণ হোক- এটাই আমাদের কামনা। তোমাদের প্রতিষ্ঠানকে তোমরা ভালবাস,তোমার সহযাত্রী নবীন ও প্রবীণ সবাইকে ভালবাস। একই সূত্রে গ্রথিত হোক আমাদের জীবনধারা।

পরিশেষে কামনা করি তোমাদের জীবন হোক মঙ্গলময় ও শান্তিময়। তোমাদের প্রীতির পরশে ধন্য- একান্ত আপন জন।

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ

জাহিদ হাসান মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ।

এন.এস কলেজ, নাটোর
২০,৭.৯৭

৩. কলেজের একজন প্রবীন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি একটি মানপত্র

কুষ্টিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আব্দুল খালেকের বিদায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বিদায়ী সুহৃদ,

জীবনের কোন এক শুভলগ্নে তোমার কাছাকাছি এসেছিলাম। তুমি আপন গুণে আমাদের আপন করে নিয়েছিলে। শিক্ষার্থী যে শিক্ষকের এত কাছের মানুষ হতে পারে- আমরা সেদিনই বুঝেছিলাম। কর্তব্যের গুরুভার বহন করে, শিক্ষার্থী ও তার সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা তোমার মধ্যে দেখেছিলাম। সেদিনই তোমাকে মনে মনে জানিয়েছিলাম অসংখ্য প্রণিপাত।

হে শিক্ষাব্রতী,

তোমার কর্ম ও চেতনা আমরা ধরে রাখতে পারব কিনা জানিনা। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে তোমার যে সরস সাহিত্যবোধ তা চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। জীবনের কঠিন সংগ্রামকেও কত সহজে ও সাবলীলভাবে তুমি অতিক্রম করেছো। আমাদেরও চোখকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছো। মাতৃভাষাকে যত ভালবাসি, সাহিত্যকে যত আপন করে নিয়েছি- সে শুধু তোমার অধ্যাপনা ও সান্নিধ্যের কারণে।

হে বিদায়ী গুরু,

এক সময় দিনের সব চঞ্চলতা থেমে যায় আসে সন্ধ্যা-ঘন কালো রাত্রি। মানুষের জীবনও তেমন। জীবনের সব লেনা-দেনা এক সময় শেষ হয়ে যায়। বাজে বিদায়ের ঘন্টা। এই অলঙ্ঘিত নিয়মের ধারাবাহিকতায়ই তোমার আজ বিদায়ের পালা।

সাহিত্যব্রতীর জীবন চর্চা হয়তো একটু অন্যরকমই হয়। তুমি আমাদের কাছে না থাকলেও মনে মনে জানবো তুমি আছে আমাদের কাছাকাছি হৃদয়ের গভীরতার গভীরে।
শেষে কামনা করি তোমার মঙ্গলময়, সুস্থ জীবন। তোমার অবসর জীবন হয়ে উঠুক শেষ বিকেলের আলোর মত শান্ত ও শ্রীময়।

কুষ্টিয়া কলেজ
১২.১.৯৮

বেদনাবিধুর
তোমার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

১. আপনার কলেজে ক্রীড়ানুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র রচনা করুন।

জনাব,

আগামী ২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৮ কলেজ মাঠে, সকাল ৯টায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরু সূচনা হবে। জেলা প্রশাসক জনাব জাহিদুল করিম প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

অনীক মাহমুদ
ক্রীড়া সম্পাদক
চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ
চট্টগ্রাম।

২০শে জানুয়ারি ১৯৯৮

২. নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করুন।

জনাব,

আগামী ১১ই জ্যেষ্ঠ, সন্ধ্যা সাতটায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রেজাউল করিম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব রওশন জামিল।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

রাজিয়া সুলতানা
সম্পাদিকা, সাহিত্য বিভাগ

ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদ
ঢাকা
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪

কোন প্রতিষ্ঠানের সভা আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা করুন।

মতিপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি
মতিপুর, বগুড়া

তারিখ ২৬-৬-৯৬

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১লা জুলাই ১৯৯৬ বিকাল ৩টায় সমিতির কার্যালয়ে, সমিতির কার্যকরী সংসদের সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সকল সদস্যকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

সাদিক মাহবুব
সম্পাদক
মতিপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি
বগুড়া।

আলোচ্য সূচি

১. পূর্ববর্তী সভার কার্যাবিবরণী অনুমোদন।
২. অসহায়দের ঋণদান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. বেকারদের কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আলোচনা।
৪. বিবিধ।

৪. কলেজে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মূল্য তালিকা চেয়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখুন।

বরিশাল বি.এম কলেজ
বরিশাল

প্রধান কর্মকর্তা
ক্রীড়া সম্ভার
স্টেডিয়াম মার্কেট
ঢাকা।

মহোদয়,
সম্প্রতি বি.এম কলেজের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা প্রধানত শীতকালীন খেলাধুলা ক্রিকেট, হকি, বাস্কেট বল, লন টেনিস ও ব্যাডমিন্টণের পূর্ণ সেট কিনতে ইচ্ছুক। এজন্য ঐ সব সামগ্রীর একটি মূল্যতালিকা নিম্নঠিকানায় অনতিবিলম্বে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

আজাদ রহমান
সম্পদাক ক্রীড়া বিভাগ
বরিশাল বি.এম কলেজ
ছাত্র সংসদ
বরিশাল।

ডাকটিকেট

প্রেরক	প্রাপক
আজাদ রহমান	প্রধান কর্মকর্তা
সম্পাদক ক্রীড়া বিভাগ	ক্রীড়া সম্ভার
বরিশাল বি.এম কলেজ	স্টেডিয়াম মার্কেট
বরিশাল	ঢাকা।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন।

বরাবর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন।

জনাব,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, 'আলোকদিয়া' টাঙ্গাইল জেলার একটি গন্ডগ্রাম। যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটি চর এলাকা। এখানের জনসাধারণ খুবই দরিদ্র। গ্রামের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কোন শহরেরও সহজ যোগাযোগ নাই। নাম 'আলোকদিয়া' হলেও এখানে শিক্ষার কোন আলো এখনও পৌঁছেনি। নিকটবর্তী প্রাইমারী স্কুলটি এখান থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। তাই এখানে শিশুরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এলাকার লোকজনও গ্রামের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি একজন ধনী ও সমাজসেবী স্কুলের জন্য এক খন্ড জমিদান করেছেন। যদি আপনার অধিদপ্তর থেকে স্কুল ঘর তৈরির জন্য অনুদান প্রদান করা হয় তবে সহজেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
পরিশেষে প্রার্থনা আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে ও আর্থিক অনুদান দিয়ে শিক্ষা বিস্তারে আপনারা মহতী অবদান রাখবেন।

নিবেদক

মধুপুর
২০.১.৯৮

আবুবকর সিদ্দিক
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

কলেজ থেকে ছাত্রদের জন্য শিক্ষাসফরের অনুমতি প্রদানের আবেদন।

বরাবর
অধ্যক্ষ
শাহ নিয়ামতুল্লাহ কলেজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বিষয় ঃ শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন।

মহোদয়,
আমরা দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন অবকাশে কলেজ ১০ দিন বন্ধ থাকবে। ঐ সময়ে আমাদের শিক্ষা সফরে চট্টগ্রামে পাঠানোর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। চট্টগ্রাম একাধারে শিল্প ও বাণিজ্য নগরী। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই দেশের প্রধান আমদানী রফতানি হয়ে থাকে। বাণিজ্যে বিভাগের ছাত্র হিসাবে তাই আমাদের সরেজমিনে মিল কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা সফরের মাধ্যমে আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়ে সঠিক জ্ঞানে পরিণত হতে পারে। তাই কলেজের আর্থিক সহায়তা ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের শিক্ষা সফরে পাঠানোর জন্য সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।
পরিশেষে প্রার্থনা করি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে শিক্ষা সফরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত

শাহ নিয়ামতুল্লাহ কলেজ
২০.১০.৯৮

আব্দুর রশীদ
দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে

বাণিজ্যিক পত্র

কোন পুস্তক প্রকাশককে কিছু বই আপনাকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখুন।

গ্রাম - খড়িয়া
ডাক - খড়িয়া
জেলা - নরসিংদি
২৫/১০/৯৭

কর্মাধ্যক্ষ
মিতা পাবলিশার্স
৩৮/৩ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০

জনাব,

জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তালিকার বইসমূহ সংগ্রহ করে আমার ঠিকানায় ভি.পি.পি. যোগে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

অগ্রিম হিসেবে এক শত টাকা পাঠানো হল।

বিশ্বস্ত,

মমতাজ বেগম

বইয়ের তালিকা

১. শেষের কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১ কপি
২. রক্তাক্ত প্রান্তর - মুনীর চৌধুরী - ১ কপি
৩. লাল সালু - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ - ১ কপি

২. কলেজ লাইব্রেরীতে পুস্তক সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে প্রকাশককে একটি পত্র লিখুন।

শরীয়তপুর কলেজ
ডাক- শরীয়তপুর
জেলা- শরীয়তপুর
১৫.৩.৯৮

মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ
প্রগতি প্রকাশনী
বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

মহোদয়,
আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ আমাদের কলেজ লাইব্রেরী সরবরাহ করার জন্য অর্ডার পাঠালাম। ভি.পি.পি যোগে যথাসম্ভব দ্রুত বইগুলো অধ্যক্ষ বরাবর পাঠাবেন। ২ মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটি দল আমাদের কলেজ লাইব্রেরী পরিদর্শন করবেন। তার পূর্বেই বইগুলো প্রয়োজন। এর আগেও আপনারা যথাসময়ে পুস্তক সরবরাহ করেছেন ও উপযুক্ত হারে কমিশন প্রদান করেছেন। এবারও আমরা আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাব বলে আশা করছি। প্রেরিত পুস্তকের মূল্য যেন দশ হাজার টাকা বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পাঁচ শত টাকা মূল্যবাবদ অগ্রীম পাঠালাম। বই সরবরাহের এক মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করা হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ হাসান ইমাম জাহিদ
গ্রন্থাগারিক
শরীয়তপুর কলেজ, শরীয়তপুর।

পুস্তকের তালিকা

১. জীববিজ্ঞান	ঃ ড. রাজীব, ২০ কপি
২. অর্থনীতির রূপরেখা	ঃ ড. জামান, ২০ কপি
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	ঃ আহমদ কবির, ২০ কপি
৪. রচনাবোধ	ঃ জামিলুর রেজা, ২০ কপি

৪. পত্রিকার এজেন্সি প্রার্থনা করে একটি পত্র লিখুন।

মেসার্স আরিফ এ্যান্ড ব্রাদার্স
প্রখ্যাত পত্র পত্রিকার এজেন্ট
সিরাজগঞ্জ বাজার, সিরাজগঞ্জ

সূত্র ..... তারিখ ১.৫.৯৮

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আলোর পথে, আমিন ভবন
মতিঝিল, ঢাকা।

মহোদয়
আপনাদের প্রকাশিত ও পরিচালিত "আলোর পথে" দৈনিক পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমি পত্রিকাটির স্থানীয় এজেন্ট হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
আমার প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ পনের বছরের পুরাতন। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল জাতীয় দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি এ জেলা শহরের বাজারজাত করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতাজাত অনুমান থেকে বলতে পারি আমাকে 'আলোর পথে' পত্রিকাটির এজেন্সি প্রদান করলে এ অঞ্চলে পত্রিকাটির বিস্তৃতি আরও ঘটাতে পারব। বর্তমানে আমাকে কমপক্ষে দুই শত পত্রিকার এজেন্সি প্রদান করবেন।
এজেন্সির জন্য আপনাদের নির্ধারিত ফরমটি পূরণ করে পাঠালাম। ঐ সঙ্গে একটি ব্যাঙ্ক সামর্থ্য সার্টিফিকেট পাঠালাম। আশা করি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে শীঘ্রই আমাদের এজেন্সি প্রদান করবেন। ধন্যবাদসহ।

ইতি

বিশ্বস্ত
আরিফ হোসেন

ডাক টিকেট

প্রেরক	**প্রাপক**
আরিফ হোসেন	সার্কুলেশন ম্যানেজার
কর্মাধ্যক্ষ	দৈনিক আলোর পথে
মেসার্স আরিফ এ্যান্ড ব্রাদার্স	আমিন ভবন
সিরাজগঞ্জ বাজার	মতিঝিল
সিরাজগঞ্জ	ঢাকা